রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২০, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ১৯শে নভেম্বর, ১৯৯৬ইং/৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩বাং

এস,আর,ও,নং-২১৫-আইন/শ্রজম/শা-৯/রায়-১/৯৬—Industrial Relations Ordinance. 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথাঃ—

ক্রমিক নং	বিবরণ	নম্বর
১।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৯৮/৯২
২।	আই, আর, ও, মামলা নং	৫৮/৯৪
৩।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৪০/৯৪
৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	৭১/৯৪
৫।	অভিযোগ মামলা নং	৩৭/৯৪
৬।	অভিযোগ মামলা নং	৪১/৯৪
৭।	ফৌজদারী মামলা নং	১৪/৯৪
৮।	অভিযোগ মামলা নং	৩/৯৪
৯।	ফৌজদারী মামলা নং	১৫/৯৪
১০।	ফৌজদারী মামলা নং	১৯/৯৪

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

ক্রমিক নং		বিবরণ নম্বর
১১।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৮৮/৯৫
১২।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৮৯/৯৫
১৩।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৫০/৯৫
১৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৪০/৯৫
১৫।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৩৫/৯৫
১৬।	ফৌজদারী মামলা নং	১৮/৯৬
১৭।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৬/৯৬
১৮।	আই, আর, ও, মামলা নং	১১/৯৬
১৯।	ফৌজদারী মামলা নং	২১/৯৬

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৯৮/৯২

মোঃ আংগুর মিয়া,
পিতা মোঃ মফিজুর রহমান,
গ্রাম মেহেরজাত্রী,
পোঃ খড়ঘড়ি হাট,
থানা বোয়ালিয়া,
জেলা রাজশাহী —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মাশরিকী জুট মিলস লিমিটেড,
২৮নং টয়েনবি সার্কুলার রোড,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
মাশরিকী জুট মিলস লিমিটেড,
বিরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

(৩) সহকারী শ্রম কর্মকর্তা,
মাশরিকী জুট মিলস লিমিটেড,
বিরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিতঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আনোয়ারুল আফজাল (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখঃ ২৪-০৭-৯৬ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক প্রথম পক্ষ মোঃ আংগুর মিয়া বকেয়া মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, ইং ১-৮-৮৪ তারিখ তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ক্রেন ড্রাইভার পদে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক। তাহার চাকুরীর অতীত রেকর্ড সন্তোষজনক। তাহার মাসিক মূল মজুরী ১১৮০/= টাকা তৎসহ ৩০% বাড়ী ভাড়া এবং ৩০% মহার্ঘ ভাতা ছিল। ইং ১৩-৭-৯২ তারিখে সহকারী শ্রম কর্মকর্তা, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। তিনি ইং ১৬-৭-৯২ তারিখে উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করতঃ শ্রম কর্মকর্তার নিকট লিখিত জবাব দাখিল করেন। লিখিত জবাবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইং ১০-৭-৯২ তারিখে বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশক্রমে শিপমেন্টের কাজ করেন এবং কাজ চলা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলিয়া গেলে প্রথম পক্ষ ক্রেনের সুইচ বন্ধ করিয়া নিচে নামিয়া আসে, পুনরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হইলে আনুমানিক ০.১৫ মিনিট পর আসিয়া প্রথম পক্ষ ফিনিশিং এর পিও এবং সরদার এক সংগে ভিতরে যাইয়া দেখিতে পায় যে যেখানে ক্রেন রাখিয়াছিল সেইখানে ক্রেন নাই। এবং এই অবস্থায় বিদ্যুৎ বিভাগকে জানায় এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সালাম সাহেব আসিয়া মটর খুলিয়া ফেলেন। জরুরী শিপমেন্ট থাকায় মিলের স্বার্থে মটর ছাড়াই হাতে ধাক্কাইয়া বহুকষ্টে শিপমেন্ট শেষ করা হয়। উক্ত জবাবে আরও উল্লেখ করা হয় যে, যদিও ক্রেনের সুইচ দেওয়া থাকে তবুও ক্রেন চলিবে না কারণ অটোমেটিক সুইচ বিদ্যুৎ যাওয়ার সংগে সংগে বন্ধ হইয়া যায় এবং পুনরায় বিদ্যুৎ আসিলে সম্পূর্ণ গিয়ার নিউট্রালে আনিয়া ষ্টার্টার সুইচ চালু না দেওয়া পর্যন্ত ক্রেন চলার সম্ভবনা নাই। তাহার জবাব বিবেচিত না হওয়ায় ইং ১৮-৭-৯২ তারিখে তদন্ত নোটিশ খুলে ইং ১৯-৭-৯২ তারিখের তদন্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং প্রথম পক্ষ যথাসময়ের সাক্ষী প্রমাণসহ তদন্তেও হাজির হন। তদন্ত কমিটি অজ্ঞাত কারণে তদন্ত কার্য ইং ২১-৭-৯২ তারিখ পরিবর্তন করেন। অতঃপর তিনি উক্ত তারিখে তদন্তে হাজির হইয়া নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বক্তব্য পেশ করেন। তাহার পক্ষে দুই জন ক্রেন ড্রাইভার, একজন ম্যাকানিক্যাল সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ও উৎপাদন কর্মকর্তাকে সাক্ষী মানেন। তাহারা তাহাদের বক্তব্য প্রথম পক্ষকে নির্দোষ বলিয়া উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে ইলেকট্রিক্যাল এসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বক্তব্য রাখেন। কিন্তু তাহাদের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। সুতরাং প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মোটেও প্রমাণিত হয় নাই। তদন্ত নিরপেক্ষ হয় নাই এবং তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন একতরফা, মনগড়া ও ভিত্তিহীন। তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। প্রথম পক্ষকে হয়রানী করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উক্ত ক্রেন সরানো হইয়াছে যাহার ফলে ক্রেনে ত্রুটি দেখা দেয় এবং প্রথম পক্ষ উক্ত ত্রুটির জন্য মোটেও দায়ী নহে। কাজেই, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যে, ইস্যুকৃত ইং ২২-৮-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে উহা বে-আইনী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। উহার বিরুদ্ধে তিনি ইং ২৯-৮-৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রীভান্স পিটিশান প্রেরণ করেন এবং ইং ১৪-৯-৯২ তারিখ ব্যবস্থাপক সাহেব তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীতে ডাকেন। প্রথম পক্ষ ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হইলেও ব্যবস্থাপক সাহেব তাহার গ্রীভান্স পিটিশনের প্রতিকার করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ১নং দ্বিতীয় পক্ষ মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাহার অনুমতি ছাড়া প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা ৩নং দ্বিতীয় পক্ষের নাই। তাই উক্ত বরখাস্ত আদেশ বে-আইনী। কাজেই তিনি তাহাকে বকেয়া মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অপর দিকে ১নং দ্বিতীয় পক্ষ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর লিখিত আপত্তি মূলে বাদীর মোকদ্দমা অস্বীকার করতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

লিখিত জবাবে এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, দরখাস্তকারীর মামলা দুরভিসন্ধিমূলক, সাজানো এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিধায় খারিজযোগ্য। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় এবং তদন্ত কার্য তাহার সম্মতির ভিত্তিতেই ইং ২১-৭-৯২

তারিখ পরিবর্তন করা হইয়াছিল। তদন্ত কার্যক্রম ও তদন্ত কমিটি সম্বন্ধে কোন অভিযোগই পূর্বে উল্লেখ করা হয় নাই এবং তদন্ত কমিটির সম্মুখে যে সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা বাদী আরজিতে বর্ণিত হয় নাই। দেশের প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইন ও রীতি নীতি মাফিক প্রথম পক্ষকে স্বীকৃত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে না পারায় তদন্ত কমিটি তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন এবং কর্তৃপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়াই বৈধভাবে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে লিখিত জবাবে দ্বিতীয় পক্ষের প্রকৃত মোকদ্দমা এই যে, দরখাস্তকারীকে ইং ৭-৮-৮৪ তারিখে পত্রের মাধ্যমে ইং ১-৮-৮৪ তারিখ তাহাকে ক্রেন ড্রাইভার হিসাবে যোগদানপত্র দেওয়া হয় এবং ইং ১৫-৬-৮৯ ইং তারিখ হইতে জেটি ক্রেন ড্রাইভার হিসাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইং ২৪-৫-৯২ তারিখে কাজে অবহেলা, গাফিলতি ও কাজের সময় কাজ ফেলিয়া ঘুমাইয়া থাকার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে একটি কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেন। সে ক্ষমা চাহিয়া দরখাস্ত করায় ইং ২১-৬-৯২ তারিখে ভবিষ্যতে যাহাতে এই ধরনের অবহেলা বা অপরাধ না করেন তাহার জন্য সতর্কবাণী দিয়া প্রথম বারের মত ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ইং ১০-৭-৯২ তারিখে শিপমেন্টের কাজের জন্য বিকাল ২টা থেকে তাহাকে ডিউটি করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরে ২-৪৮ মিনিটে বিদ্যুৎ চলিয়া যাওয়ায় রশি বাহিয়া উক্ত ড্রাইভার সুইচ বন্ধ না করিয়া নিচে নামিয়া আসে এবং পরবর্তীতে বিদ্যুৎ আসিলে পুনরায় ক্রেন চালু হইয়া মটর জ্বলিয়া যায়। এই ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষের বিরাট ক্ষতি হয় এবং ক্রেন ড্রাইভারকে ইং ১৩-৭-৯২ তারিখে এই বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করায় প্রথম পক্ষ ইং ১৬-৭-৯২ তারিখে অভিযোগের জবাব প্রদান করেন। তাহার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ইং ১৮-৭-৯২ তারিখে মোঃ দেলোওয়ার হোসেনকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া প্রথম পক্ষকে ইং ১৯-৭-৯২ তারিখে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইং ১৬-৮-৯২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিবেচনা করতঃ প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন এবং তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড সন্তোষজনক না থাকায় ইং ২২-৮-৯২ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বাদীর ইং ৩-৯-৯৩ তারিখের গ্রীভান্স পিটিশনের প্রেক্ষিতে তাহাকে ব্যবস্থাপক সাহেবের নিকট হাজির হওয়ার অনুরোধ করা হয়। এবং ইং ১৭-৯-৯২ তারিখ তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে তাহার আবেদন বিবেচিত হয় নাই। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা ক্ষতিপূরণ ও খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রচলিত আইন মোতাবেক চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল কি না ?

(২) প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ বা অন্য কোন আদেশ পাইতে পারে কি না ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

সংক্ষিপ্তকরণার্থে ও আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রদর্শনী-১ প্রথম পক্ষের নিয়োগ পত্র। ইং ১৩-৭-৯২ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-২ হইতেছে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অভিযোগ

পত্র। প্রদর্শনী-২ এর বক্তব্য মতে ইং ১০-৭-৯২ তারিখ বেলা ২-৪৮ মিনিটে শিপমেন্ট এর সময় বিদ্যুৎ চলিয়া গেলে প্রথম পক্ষ ক্রেনের সুইচ বন্ধ না করিয়া নিচে নামিয়া আসেন এবং পুনরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হইলে তখন ক্রস ট্রাভেল মটর চালু হইয়া ক্রেন ডান দিকে ওয়ালের সাথে আটকাইয়া যায় এবং মটর ঘুরিতে না পারায় জাম হইয়া মটরটি জ্বলিয়া যায়। ফলে তাহার কর্তব্যে গাফিলতি ও খামখেয়ালীর জন্যই কোম্পানীর উত্তরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এবং তাহাকে ১৯৬৫ সনের বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারা মোতাবেক অসদাচরন এর অভিযোগ হিসাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও অসদাচরণের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না পত্র প্রাপ্তির ৪(চার) দিনের মধ্যে তাহাকে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রদর্শনী-৩ হইতেছে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাব। উক্ত জবাবে প্রথম পক্ষ কর্তৃক উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি শিপমেন্টের কাজ চলা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলিয়া গেলে তিনি ক্রেনের সুইচ বন্ধ করিয়া নিচে নামিয়া আসেন। পুনরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হইলে আনুমানিক ৫.১৫ মিনিটের পর তিনি ও ফিনিশিং এর পি- ও এবং সরদার এক সংগে ভিতরে যান এবং যাইয়া দেখেন যে যেখানে ক্রেন রাখিয়াছিল সেইখানে ক্রেন নাই।

এই অবস্থা দেখিয়া তিনি বিদ্যুৎ বিভাগকে জ্ঞাত করেন এবং উক্ত বিদ্যুৎ বিভাগের সালাম সাহেব আসিয়া মটর খুলিয়া ফেলেন। তাহার বক্তব্য মতে জরুরী শিপমেন্ট থাকায় মিলের স্বার্থে মটর ছাড়াই হাতে ধাক্কাইয়া বহু কষ্টে শিপমেন্ট শেষ করে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যদিও ক্রেনের সুইচ দেওয়া থাকে তবু ক্রেন চলিবে না। কারণ অটোমেটিক সুইচ বিদ্যুৎ যাওয়ার সংগে সংগে বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় বিদ্যুৎ আসিলে সম্পূর্ণ গিয়ার নিউটনে আনিয়া ষ্টার্টার সুইচ চালু না দেওয়া পর্যন্ত ক্রেন চলার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রদর্শনী-৪ তদন্ত নোটিশ। প্রদর্শনী-৫ হইতেছে ইং ২২-৮-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষের বিতর্কিত বরখাস্ত আদেশ এবং প্রদর্শনী-৬(ক) হইতেছে পোষ্টাল রশিদ। প্রদর্শনী-৭ হইতেছে প্রথম পক্ষের গ্রীভান্স পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবস্থাপক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ বিষয়ক পত্র।

অপর দিকে প্রদর্শনী-ক সিরিজ হইতেছে সতর্কীকরণ পত্র। যাহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম পক্ষকে তাহার কিছু ভুল ত্রুটির জন্য ঘটনার পূর্বে সতর্কীকরণ করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-খ হইতেছে অভিযোগ পত্র। প্রদর্শনী-গ তদন্ত কার্য বিবরণী। প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ হইতেছে তদন্ত প্রতিবেদন। প্রদর্শনী-ঙ ইং ৩-৯-৯২ তারিখের পত্র। উক্ত পত্রে প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের সহিত সাক্ষাতকারের আহবান জানান হয়। প্রদর্শনী-চ হইতেছে গ্রীভান্স পিটিশানের প্রেক্ষিতে ইং ১৪-২-৯২ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের সম্মুখে দেয় লিখিত বক্তব্য। যাহাতে বলা হইয়াছে যে, ইং ৩-৯-৯২ তারিখের প্রেক্ষিতে তাহার যাহা বক্তব্য ছিল তিনি তাহার লিখিত বক্তব্যে পূর্বেই অবগত করিয়াছেন। কাজেই তাহার আর কিছু বলার নাই মর্মে প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর যুক্ত বিবৃতি। প্রদর্শনী-ছ হইতেছে প্রথম পক্ষের সাক্ষাতকারের পর দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১৭-৯-৯২ তারিখে ইস্যুকৃত চিঠি যাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের বক্তব্যে কিছুই নাই এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং তাহার অতীত চাকুরীর খতিয়ানও সন্তোষজনক নয় বিধায় তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা ছাড়া কর্তৃপক্ষের কোন গত্যন্তর ছিল না। কাজেই, তাহার গ্রীভান্স পিটিশন পুনরায় বিবেচনা করার কোন অবকাশ নাই মর্মে প্রথম পক্ষকে জ্ঞাত করা হয়।

যুক্তিতর্ককালীন সময়ে উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য উথাপন করা হয় যে, ক্রেন ড্রাইভার মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও আফজাল প্রথম পক্ষের সামনে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং তাহাদের বক্তব্য যে মিথ্যা তাহা দ্বিতীয় পক্ষ জেরার মাধ্যমে তাহা খন্ডন করিতে পারেন নাই। ইহা ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষের বিভাগীয় প্রধান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও তাহার মাধ্যমে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ বা চার্জশীট দেওয়া হয় নাই। কাজেই, ডমেষ্টিক তদন্তটি যথাযথ হয় নাই।

অপর দিকে এই বক্তব্য প্রসংগে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে যুক্তিতর্ক দেখান যে, যেহেতু মটরটি পুড়িয়া যায় কাজেই বিষয়টি ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের আওতাভুক্তের বিষয় এবং তৎকারণেই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে পরীক্ষা করা হয় নাই বা উক্ত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমেই যে কারণ দর্শানো নোটিশ চার্জ গঠন করিতে হইবে ইহার কোন বিধিগত বিষয় নহে।

আমরা উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক পি, ডব্লিউ-১ এর দেয় সাক্ষ্য ও দাখিলী কাগজাদি এবং ডি, ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য ও দাখিলী কাগজাদি বিবেচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি আনা হইয়াছিল তাহা খণ্ডনের নিমিত্ত প্রথমপক্ষকে যথেষ্ট আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম পক্ষকে ইতিপূর্বেও সতর্কীকরণ করা হইয়াছে। কাজেই, প্রথম পক্ষকে প্রচলিত নিয়ম মাফিকই চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষ এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে শুনানী হইয়া ডিসমিস করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ৫৮/৯৪

রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
বি, সি, আই,সি, কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং-ঢাকা-১৫৬৫), বিসিআইসি ভবন,
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা— দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক(জেলা ও দায়রা জজ) চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী খোরশেদ আলী(মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব এস, এ, খালেক(শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ ঃ ৩০-৬-৯৬

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের একটি দরখাস্ত।

সংক্ষিপ্তাকারে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটির কার্যকরী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন নির্ধারিত সময়ে দাখিল না করায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ২৭-৬-৯৪ তারিখে আরটি ইউ(২০৯/৯১/৪৮৬) নম্বর প্রত্রের মাধ্যমে ১৪ দিনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল এবং ৬০ দিনের মধ্যে কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করতঃ উহার তালিকা তাহার দপ্তরে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাদের সংবিধানের ২৫ ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় তাহাদের ইউনিয়নটি কমিটি বিহীন। সুতরাং মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরে ইং ২৪-৮-৯৪ তারিখের পেশকৃত বার্ষিক রিটার্ন গ্রহণযোগ্য নহে। ফলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২১ নং ধারা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ১৯৭৭ সনে প্রণীত রুলসের ১৩ নং ধারা লংঘিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশে১০(১)(ছ) ধারা মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল যোগ্য। ইহা ব্যতিরেকে ইং ১৭-৯-৯২ তারিখে সি, বি,এ নির্ধারণী নির্বাচনে ২য় পক্ষের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ঢাক-৮০২) সিবিএ হিসাবে নির্বাচিত। উক্ত নির্বাচনের পর ৫২৫ জন শ্রমিক কর্মচারী উক্ত (রেজিঃ নং-৮০২) সিবিএ ইউনিয়নের অনুকূলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৩ ধারার বিধান মোতাবেক চেক-অফ পদ্ধতিতে চাঁদা কর্তন করিতেছেন মর্মে প্রথম পক্ষ জ্ঞাত হন। বিষয়টি সঠিকতা যাচায়ের নিমিত্ত প্রথম পক্ষ কর্তৃক গত ইং ১৩-৮-৯৪তারিখের আরটি ইউ(২০৯)৯১/৬৩৪ নং পত্রের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত সংস্থার প্রতিপক্ষকে তথ্য সরবরাহ করার অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহাদের ইং ১৫-৯-৯৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে অবহিত করা হয় যে, সংস্থার মোট শ্রমিক/কর্মচারীর সংখ্যা ৬৪৭ জন। উহাদের মধ্যে ৫২৫ জন শ্রমিক কর্মচারী সি,বি,এ ইউনিয়নের অনুকূলে চেক-অফ পদ্ধতিতে চাঁদা কর্তন করে। প্রতিপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত উক্ত তথ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থার অবশিষ্ট শ্রমিক/কর্মচারীর সংখ্যা ১২২ জন। তাহারা সকলেই যদি দ্বিতীয় পক্ষ

ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হয় তাহা হইলেও ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নটির শ্রমিক সংখ্যা ৩০% সদস্য সমর্থিত হয় না। কাজেই বিষয়টি সার্বিকভাবে তদন্তের নিমিত্ত প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের নিকট বর্তমান সদস্যের সদস্য ফরম-'ডি' তাহার দপ্তরে দাখিল করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত 'ডি'-ফরম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয় নাই বিধায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(চ) ধারা মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ১১-৯-৯৪ তারিখে অত্র মোকদ্দমাটি আনীত হইয়াছে।

ইং ২৩-৫-৯৫ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাব মোতাবেক প্রথম পক্ষের অত্র মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়ন কর্তৃক সদস্য সংখ্যা যাচাইয়ের জন্য কোন সরেজমিনে তদন্ত করা হয় নাই এবং আনীত মোকদ্দমাটি ভিত্তিহীন,বানোয়াট, উদ্দেশ্যপূর্ণ ও দুরভিসন্ধিমূলক। জবাবে আরও উল্লেখ করা হয় যে, প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৬-৯৪ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ বিগত ২৩-৮-৯৪ তারিখ বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করা হইলে উহা প্রথম পক্ষ কর্তৃক যথা সময়ে গৃহীত হয়। অপরদিকে ইং ২৭-৬-৯৪ তারিখে উপরে বর্ণিত পত্রটির কারণে দ্বিতীয় পক্ষ বিগত ৮-৯-৯৪ তারিখের পত্র দ্বারা নিরসন করিয়াছে। কারণ ইং ২৫-৮-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং ইং ১৩-৯-৯৪ তারিখ নির্বাচনী ফলাফল প্রথম পক্ষের বরাবরে দাখিল করা হয় এবং যাহা প্রথম পক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ও কার্যকরী কমিটির নির্বাচন সম্পর্কে প্রথম পক্ষ আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই বা তৎসম্পর্কে প্রথম পক্ষকে আর কোন কিছু অবহিত করা হয় নাই। জবাবে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ১৬-৮-৯৪ তারিখের 'ডি' ফরম সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তির পর দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইং ২০-৮-৯৪ তারিখে পত্র দারা "ডি" ফরম তদন্তের সময়সীমা ইং ৩০-৯-৯৪ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য আবেদন করা হয়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত আবেদনের "ডি"-ফরম জমা প্রদানের সময়সীমা বর্ধিত করার সময় আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক আর কোন জবাব দেওয়া হয় নাই। যেহেতু রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক ডিসেম্বর '৯৩ মাসে "ডি"-ফরম সদস্য রেজিষ্ট্রারসহ যাবতীয় কাগজপত্র/খাতাপত্র গ্রহণক্রমে উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে পুনরায় উহা জবাব প্রদানের নির্দেশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটি ইং ২৫-৪-৮০ তারিখে ১৫৬৫ নং ক্রমিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত এবং ঐ সনে উহা প্রথম সি,বি,এ নির্বাচিত হয়। ১৯৯২ সনের সি,বি,এ নির্বাচনে দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়ন ২৬৪ ভোট পাইয়া মাত্র ৮৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করা হয় এবং ইউনিয়নের নেতাদের হয়রানী করার লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন কারখানায় বদলী করা হয়। এমনকি তাহাদের ইউনিয়নের সদস্য ও কর্মকর্তাদের ভয়ভীতি প্রদান করে "ডি" ফরম দস্তখত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং তদানুরূপ অন্যায় ও বে-আইনীভাবে চেক-অফ পদ্ধতিতে জোরপূর্বক দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সদস্যের লিখিত ও মৌখিক প্রতিবাদসহ কর্তৃপক্ষে তাহাদের চাঁদা কাটিতে থাকেন। উক্ত বে-আইনীভাবে চাঁদা কাটা প্রসংগে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষ বরাবরে ইং ৬-৮-৯৪ তারিখ ও ইং ১০-৮-৯৪ তারিখে চেয়ারম্যান, বি,সি,আই,সি বরাবরে অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ বা বি,সি,আই,সি কর্তৃপক্ষ উক্ত অন্যায় ও অসৎ শ্রম আচরণের কোন প্রতিকার করেন নাই। বরং দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিপক্ষ বি,সি,আই,সি কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিঃ নম্বর-ঢাক-৮০২ এর ইঙ্গিতে ইং ১৩-৮-৯৪ তারিখে কারণ দর্শানের নোটিশ প্রেরণ করা হয়। যৎপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১৮-৮-৯৪ তারিখে বাস্তব অবস্থার উল্লেখ পূর্বক উহার জবাব দাখিল করা হয়। উপরে বর্ণিত অবস্থায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমাটি ক্ষতিপূরণ/ খরচাসহ খারিজের আবেদন করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহাদের মোকাদ্দমার সমর্থনে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ ও দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনের তালিকা দাখিল সংক্রান্ত প্রথম পক্ষের ইং ২৭-৬-৯৪ তারিখের পত্র প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত এবং দ্বিতীয় পক্ষের সদস্য রেজিষ্ট্রার ও সদস্যদের পূরণকৃত "ডি" ফরম তদন্ত প্রসংগে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে ইং ১৬-৮-৯৪ তারিখে পত্র, প্রদর্শনী-২, এবং দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিপক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ৯০২ এর অনুকুলে বি,সি,আই,সি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চেক-অফ পদ্ধতিতে শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদা প্রসংগে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইং ৭-৯-৯৪ তারিখ উপ-শ্রম পরিচালক কর্তৃক দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-৩, এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১২-৭-৯৪ তারিখ, ২০-৮-৯৪, ২৩-৮-৯৪, ৮-৯-৯৪, ২৪-১১-৯৩, তারিখের পত্রাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-ক,খ, গ, ঘ ও ঙ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পক্ষের ইং ৬-৮-৯৪, ১০-৮-৯৪, ২০-৮-৯৪, ২৭-৮-৯৪ তারিখের পত্রাদি প্রদর্শনী-চ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। তৎসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ইং ৬-৭-৯৪ তারিখ ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত, প্রদর্শনী-চ, সিরিজ এবং"ডি" ফরম, প্রদর্শনী-ছ, সিরিজ। চাঁদা আদায়ের রশিদ বহি, প্রদর্শনী-জ, সিরিজ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাঁদা কর্তন সিট, প্রদর্শনী-ঝ সিরিজ এবং কর্তৃপক্ষের ইং ১-১-৯৫ তারিখের পত্র,সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের কর্মচারী ইউনিয়ন,(রেজিঃ নং-ঢাক ৮০২), বি, সি, আই,সি কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-১৫৬৫) বরাবরে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি,এ) নির্ধারনী নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-ঞ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থায় উভয় পক্ষের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত বিবেচ্য বিষয় প্রণয়ন করা হইল।

বিবেচ্য বিষয়

(১) দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য কি না ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে অনুমতি পাইতে পারেন কি না ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে পর্যালোচনার জন্য গৃহীত হইল।

প্রথম পক্ষের ইং ২৭-৬-৯৪ তারিখের পত্র প্রদর্শনী-১ মতে ইহা স্বীকৃত যে, ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করার নিমিত্ত ১৪ দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনের কমিটির তালিকা দাখিল করার জন্য ৬০ দিনের সময় প্রদান করা হয় অন্যথায় দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী-১ মোতাবেক ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের তারিখ ইং ১১-৭-৯৪ এবং নির্বাচনের তারিখ ২৬-৮-৯৪ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষ স্বয়ং কর্তৃক বর্ধিত করা হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১২-৭-৯৪ তারিখে দাখিলকৃত দরখাস্ত, প্রদর্শনী-ক মোতাবেক ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ও তাহাদের নির্বাচিত কমিটির তালিকা দাখিলের জন্য আরও ৬০ দিনের সময় চাহিয়া প্রথম পক্ষ বরাবরে আবেদন রাখা হয় অর্থাৎ বার্ষিক রিটার্ন ও তালিকা দাখিলের নিমিত্ত প্রথম পক্ষের নিকট ইং ৩০-৯-৯৪ পর্যন্ত সময়ের আবেদন রাখা হয়। দ্বিতীয় পক্ষের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক যে উহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে এইরূপ কোন স্বাক্ষ্য অত্র আদালতের সম্মুখে দেওয় হয় নাই। কাজেই ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নির্বাচনের তালিকা ও বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের তারিখ ইং ৩০-৯-৯৪ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষ কর্তৃক বর্ধিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, ইং ২৩-৮-৯৪ তারিখেই বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে, যাহা প্রথম পক্ষের দপ্তর উক্ত তারিখ গৃহীত হইয়াছে।

অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের ইং ৮-৯-৯৪ তারিখের পত্রটি, প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ, প্রথম পক্ষের দপ্তর কর্তৃক ইং ১৩-৯-৯৪ তারিখে গৃহীত হইয়াছে। দেখা যায় উক্ত পত্র মোতাবেক প্রথম পক্ষকে ১৯৯৪-৯৫ সনের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের তালিকা প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ মোতাবেক দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচন ইং ২৫-৮-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং উহার ফলাফল দ্বিতীয় পক্ষের ইং ৮-৯-৯৪ তারিখের পত্র মোতাবেক প্রথম পক্ষকে অবহিত করার নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্র প্রথম পক্ষের দপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত মতে ইং ১৩-৯-৯৪ তারিখে গৃহীত হইয়াছে। স্বাক্ষ্য প্রমাণাদি ও উপরোক্ত অবস্থা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটানর্টি দাখিল করা হইয়াছে ইং১১-৯-৯৪ তারিখে। মোকদ্দমা দাখিল হওয়ার পূর্বে এবং নির্বাচন কমিটির তালিকাটি দাখিল করা হইয়াছে মোকদ্দমা দাখিলের দুই দিন পর। দ্বিতীয় পক্ষের উপর মোকদ্দমার নোটিশ জারির পূর্বে। রেকর্ড মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের উপর নোটিশ জারী হয় ইং ১৭-৯-৯৪ তারিখে। আইনানুগ ভাবে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল বা তালিকা দাখিলের নির্ধারিত তারিখ প্রথম পক্ষ কর্তৃক, প্রদর্শনী-১ মূলে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে দেখা যায়। কাজেই ইং ১৩-৯-৯৪ তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত নির্বাচনী তালিকা গ্রহণের তারিখ যাহা বর্ধিত করা যাইবে না ইহা অনুমান করা যায় না। কারণ বাস্তব পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ইং ২৫-৮-৯৪ তারিখে। ইহা উল্লেখ্য যে ইহার সমর্থনে, প্রদর্শনী-এঃ মোতাবেক প্রথম পক্ষ স্বয়ং ইং ১-১-৯৫ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং-১৫৬৫ সহ তাহার প্রতিপক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিঃ নং-৮০২ এবং রেজিঃ নম্বর-১৮২৭ কে সি, বি, এ নির্ধারণী নির্বাচনের অনুষ্ঠান প্রসংগে পত্র দেওয় হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাই ধারণা করা হয় যে, যদিও দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক নির্বাচন তালিকা অত্র মোকদ্দমা দায়েরের পরে দাখিল করা হইলেও উহা প্রথম পক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হইয়াছে। অন্যথায় দ্বিতীয় পক্ষকে ইং ১-১-৯৫ তারিখে সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইবে কেন ?

অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে মোট শ্রমিক কর্মচারী সংখ্যা ৩০% সদস্য সংখ্যা আছে কিনা। তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত প্রথম পক্ষ কর্তৃক, প্রদর্শনী-২ মূলে দ্বিতীয় পক্ষকে ইং ২৫-৮-৯৪ তারিখে সকাল ১০ ঘটিকার মধ্যে সদস্য রেজিষ্ট্রার, সদস্য কর্তৃক পূরণকৃত "ডি" ফরম দাখিলের নির্দেশ দেওয় হয়। উক্ত প্রদর্শনী-২ এর প্রেক্ষিতে, প্রদর্শনী-ঝ মোতাবেক অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের ইং ২০-৮-৯৪ তারিখের পত্র ইং ৩০-৯-৯৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদন সংক্রান্ত দরখাস্ত খানা প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ২০-৮-৯৪ তারিখ গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়। কাজেই উক্ত আবেদন যে নামঞ্জুর করা হইয়াছে এইরূপ কোন তথ্য অত্র আদালতের সম্মুখে প্রথম পক্ষ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। ফলতঃ ইং ১১-৯-৯৪ তারিখে সদস্য রেজিষ্ট্রার ও "ডি" ফরম দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তলব করা সত্ত্বেও উহা প্রাপ্ত না হইয়া বা উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়া প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ১১-৯-৯৪ তারিখে দাখিলী মোকদ্দমার দরখাস্ত মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নের ৩০% সদস্য কম রহিয়াছে এই মর্মে বক্তব্য রাখা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ যে চেক-অফ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের ৩০% সদস্য সংখ্যা আছে কিনা তাহা নিরূপণের জন্য ভিত্তি হিসাবে আইনানুগভাবে গৃহীত হইলেও উক্ত পদ্ধতি সর্ম্পকে কোন কোন শ্রমিক কর্মচারীর লিখিত সম্মতি রহিয়াছে এবং কতজনের নাই তাহাও সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে এবং এই অভিযোগ যে ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আনয়ন করা হইবে তাহাকেও উক্ত তদন্তকালে নোটিশ দেওয়ার আবশ্যকতা রহিয়াছে যাহাতে তাহার মৌলিক অধিকার খর্ব না হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা এরূপ কোন তথ্য প্রাপ্ত হইতেছি না যে চেক অফ পদ্ধতি সর্ম্পকে দ্বিতীয় পক্ষের কোন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতি কোন তদন্ত নোটিশ প্রেরণ করা হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ যে চেক-অফ পদ্ধতিতে বেতন হইতে দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অনুকূলে (রেজিঃ নম্বর-ঢাক-৮০২) এর অনুকূলে চাঁদা কর্তন করা হইয়া থাকে, প্রদর্শনী-ঝ সিরিজ হইতেছে এইরূপ পে-স্লিপ। প্রদর্শনী-ঝ হইতে দেখা যায় যে, ডি, ডব্লিউ-১ এর মোঃ আব্দুল মোতালেব অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের বেতন হইলেও তাহার প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন (রেজিঃ নম্বর ঢাক-৮০২) অনুকূলে চাঁদা কর্তন করা হইয়াছে। ডি, ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষ্যমতে ও প্রদর্শনী-ঢ মোতাবেক

দেখা যায় যে, এই চেক-অফ পদ্ধতির বিরুদ্ধে শুধু ডি, ডব্লিউ-১ ই নয় আরও অনেক শ্রমিক কর্মচারী মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে তাহাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। কাজেই দ্বিতীয় পক্ষের ৩০% সদস্য আছে কিনা তৎসর্ম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রথম পক্ষ চেক অফ পদ্ধতিতে ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা সঠিক হইবে না।

অপর দিকে ইহা প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ২৩-৮-৯৪ তারিখের দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী বার্ষিক রিটার্ন গৃহীত হইবার পর এবং তৎকর্তৃক ৩০% সদস্য নাই মর্মে কোন অভিযোগ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ইং ১১-৯-৯৪ তারিখে নালিশী দরখাস্তে যুক্তি গ্রাহ্যনীয় হইতে পারে না। কারণ উক্ত বার্ষিক রিটার্নে দ্বিতীয় পক্ষের ১৯৯৩ সনের সদস্য সংখ্যা দেখানো হইয়াছে ৩৬৮।

কাজেই, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনান্তে আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, যে সকল ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে সেগুলো আইনানুগ ও যুক্তিগ্রাহ্য নহে। কাজেই দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৪০/৯৪

মাজেদা বেগম, স্বামী মোঃ ইউনুস সিকদার,
স্থায়ী ঠিকানা-নারাগুল, পোঃ কৈলাসকাটি,
থানা বাখেরগঞ্জ, জেলা বরিশাল—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মহা ব্যবস্থাপক,
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
প্রধান কার্যালয় ভবন,
(১৫ তলা), ১০-১১ মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(২) মহা ব্যবস্থাপক,
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৩/বি, দারুস সালাম রোড,
মিরপুর, ঢাকা-১২১০।

(৩) পারসোনাল ম্যানেজার,
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৩/বি, দারুস সালাম রোড,
মিরপুর, ঢাকা-১২১০—দ্বিতীয় পক্ষ

আদেশের কপি

আদেশ নং-২২, তারিখ-১১-৭-৯৬

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মাজেদা বেগম মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের মাজেদা বেগমকে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে ও দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে মীর শওকত আলীকে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষ আপোষসূত্রে মামলাটি প্রত্যাহার করিতে চায় এবং ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক স্বীকৃত। প্রথম পক্ষ কর্তৃক টাকা প্রাপ্তির রশিদের ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা গেল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩(তিন) টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং৭১/৯৪

সফি উল্লাহ, বার্জ সারেং,
কোড নং ৭৪৭৬৮,
পিতা মৃত রস্তম আলী,
গ্রাম ও ডাকঘর মুসাপুর,
উপজেলা সন্দ্বীপ,
জেলা চট্টগ্রাম—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
পক্ষে-ইহার চেয়ারম্যান,
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
মতিঝিল, ঢাকা।

(২) উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
৮৫, সিরাজ উদ্দৌলা রোড,
নারায়নগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ ১৮-৭-৯৬

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জবাব সংশোধনের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম। রায় লেখার সময় বিবেচনা করা হইবে।

মামলাটি শুনানীর জন্য গৃহীত হইল। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ জাহাংগীর আলম মোকদ্দমার সামঞ্জস্যে আরজি ও তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং বাদীর দাখিলী কাগজ পত্র ফিরিস্তিসহকারে দাখিল করেন।

অপর দিকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বেলায়েত হোসেন কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের ইং ২৩-১১-৯৫ তারিখে দাখিলী জবাবের সমর্থনে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা উত্থাপন করেন এবং কিছু কাগজাদি ফিরিস্তি যোগে দাখিল করেন। অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য উত্থাপন করা হয় যে, যেহেতু প্রথম পক্ষ ইং ৩-৬-৮৬ তারিখ হইতে ইং ৪-৫-৮৭ তারিখের স্মারক নং বাঅজপক/পক-১০৪০(ডি)/৮৬-৮৭/আই-৭৯৭ এর মূলে কর্পোরেশনের চাকুরী হইতে চাকুরীচ্যুত বা ডিসমিস রহিয়াছেন। ইং ৩-১২-৯৪ তারিখে দাখিলী প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে।

এমতাবস্থায় উপরে বর্ণিত ধারায় মোকদ্দমাটি রক্ষণীয় কিনা তৎবিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য পূর্ণ শুনানী গ্রহণ করা হইল।

বিচার্য বিষয়

(১) প্রথম পক্ষের আনীত মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রথম পক্ষের আরজি মতে তিনি বিগত ১৯৬১ তারিখ হইতে "লস্কর" পদে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বার্জ সারেং পদে পদোন্নতি পান। অতঃপর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের পি, বি ৫০৯ বার্জে চাকুরী করাকালীন সময়ে ইং ১-৬-৮৬ তারিখ রাত্র ৯.০০ টা পর্যন্ত মালামাল উঠানোর কাজ চলিতে থাকে। ঐ দিন রাত্র ১০.০০ টার সময় বার্জখানা খালাসের পর রিলিজ করা হয়। অতঃপর প্রথম পক্ষ ইং ২-৬-৮৬ তারিখ হইতে মারাত্মক অসুস্থ হইয়া পড়িলে কর্পোরেশনের ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকেন। তাহার অসুস্থতার বিষয় গত ৩-৬-৮৬ তারিখ ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। ডাক্তারের পরামর্শ মতে তাহার লোকজনেরা তাহার দেশের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং দেশের বাড়ীতে চিকিৎসাধীন থাকাকালে দেশের বাড়ী হইতে ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ রীতিমত যোগাযোগ রাখেন। প্রথম পক্ষ চিকিৎসা শেষে ইং ২০-১১-৮৬ তারিখ ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ চাকুরীতে যোগদান পত্র দাখিল করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহার যোগদান পত্র গ্রহণ করেন নাই কিংবা প্রথম পক্ষকে উক্ত বিষয়ে লিখিত কোন সিদ্ধান্তও প্রদান করেন নাই। ইং ২৪-১১-৮৬ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২০,৫৩০ মেট্রিক টন গম ঘাটতির জন্য মিথ্যাভাবে একটি চার্জশীট ইস্যু করা হয়। প্রথম পক্ষ উক্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া ইং ৮-১২-৮৬ তারিখ জবাব দাখিল করেন। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষের উক্তরূপ জবাব প্রাপ্ত হইয়া এই বিষয়ে তাহাকে কিছুই জ্ঞাত করেন নাই। পরবর্তীতে তিনি চাকুরীতে যোগদানের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে চাকুরীতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। কিংবা প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষের চাকুরীর প্র-বিধান মালার ৪৩ বা ৪৪ ধারা অনুযায়ী কোন তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, ডিসচার্জ, টার্মিনেশন বা রিট্রেঞ্চ কিছুই না করিয়া সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে চাকুরী হইতে বিরত রাখেন। প্রথম পক্ষ চাকুরীতে যোগদানের জন্য বার বার দ্বিতীয় পক্ষকে অনুরোধ করিলে ইং ১৫-৫-৮৭ তারিখে প্রথম পক্ষকে মৌখিকভাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক বলা হয় যে, তাহার বিরুদ্ধে খুলনা মহানগর হাকিমের আদালতে মালামাল ঘাটতির জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং মামলার ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হইবে না। উক্ত মামলায় প্রথম পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সাক্ষ্য প্রদান শেষে আদালত কর্তৃক ইং ১৩-১-৯১ তারিখে রায় প্রদান করা হয় এবং প্রথম পক্ষকে অভিযোগ হইতে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষের বরাবরে তিনি কাজে যোগদানের জন্য ইং ৩-৪-৯৪ ও ২২-৫-৯৪ তারিখে লিখিতভাবে আবেদন করেন এবং এই বিষয়ে তিনি তাহার নিযুক্তির আইনজীবীর মাধ্যমে একটি লিগ্যাল নোটিশও প্রদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রাপ্ত হইয়াও তাহার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ফৌজদারী মামলা হইতে খালাস পাওয়ার পর প্রথম পক্ষ ইং ৬-৪-৯১, ৪-৫-৯১, ৮-১-৯২ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদানের জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণের বরাবরে আবেদন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত আবেদনের কোন বিবেচনা না করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বিরত রাখেন। তাহার নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে তিনি চাকুরীতে যোগদানসহ বকেয়া মজুরী প্রদানের জন্য গত ১৯-৪-৯২ তারিখ লিগ্যাল নোটিশও প্রদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষের অনুরূপ লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া কোন বিচার বিবেচনা করেন নাই। প্রথম পক্ষ তাহার আইনানুগ চাকুরী ও মজুরীর জন্য ইং ৩১-৩-৯৩ তারিখ ও ২২-৯-৯৩ তারিখ পত্র প্রদান করেন এবং তাহার আইনজীবীর মাধ্যমে ইং ২০-১০-৯৩ তারিখে আরও একটি লিগ্যাল নোটিশ দেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহা বিবেচনা না করিয়া প্রথম পক্ষের আইনানুগ চাকুরীতে

যোগদান করা হইতে বিরত রাখেন। ইং ৩১-৭-৯৩ তারিখে ইস্যুকৃত একটি পত্রের মাধ্যমে সার্ভিস বই, পে-বই, কাগজ পত্র দাখিলের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয় যাহা তিনি ইং ২২-৯-৯৩ তারিখে প্রাপ্ত হন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট কতিপয় ব্যাখ্যা চাহিয়া এবং চাকুরীতে যোগদানের জন্য ইং ১৪-৯-৯৪ তারিখে কর্তৃপক্ষের বরাবরে একটি পত্র লিখেন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের উক্ত পত্রের কোনরূপ জবাব দেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইং ২৪-৭-৯৪ তারিখে একটি পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষের ইং ২২-৯-৯৪ তারিখের আবেদন পত্রটি বিবেচনা করা হয় নাই বলিয়া তাহাকে অবগত করা হয়। প্রথম পক্ষকে তাহার ন্যায্য চাকুরী হইতে কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে বিরত রাখিয়াছেন। তাহাকে কোনরূপ ডিসমিস, ডিসচার্জ, টার্মিনেশন বা রিট্রেঞ্চ কিছুই করা হয় নাই। কাজেই, তাহাকে তাহার স্বীকৃত অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান মোকদ্দমাটি দায়ের করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন এবং তাহাকে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনা রাখা হইয়াছে।

অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত জবাবে এই মর্মে বক্তব্য রাখা হইয়াছে যে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল ও তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ তাহার অসুস্থতার বিষয় ইং ৩-৬-৮৬ তারিখে ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা বা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, ডিসচার্জ, টার্মিনেশন বা রিট্রেঞ্চ কিছুই না করিয়া সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে চাকুরী হইতে বিরত রাখা ইত্যাদি বর্ণনা মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিধায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত এবং আরজির ২নং অনুচ্ছেদের বর্ণনা রেকর্ড পত্র সম্বন্ধীয়। লিখিত জবাব মতে দ্বিতীয় পক্ষের প্রকৃত মোকদ্দমা এই যে, দরখাস্তকারী কর্পোরেশনের চাকুরীতে লস্কর হিসাবে যোগদান করিয়া ইং ১-১-৭৩ তারিখ সারেং হিসাবে পদোন্নতি পান। কর্পোরেশনের বার্জ পিবি ৫০৯ নামক বার্জ সারেং পদে দায়িত্ব পালনকালে ইনভয়েজ নং-২৪/৮৮ অনুযায়ী মংলা বন্দর হইতে গম পরিবহণ করিয়া খুলনা ঘাটে বিগত ২-৬-৮৬ তারিখে ২০,৫০০ এম, টন গম ঘাটতি প্রদান করিয়া বিগত ইং ৩-৬-৮৬ তারিখ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করিয়া জলযান হইতে পলায়ন করেন। উক্ত পলায়নের খবর কর্পোরেশনের খুলনাস্থ অফিসের জুনিয়র মেরিন অফিসার সাহেব ইং ১৫-৬-৮৬ ইং তারিখ কর্পোরেশনের নারায়নগঞ্জ অফিসের এম, এস সাহেবকে অবহিত করেন। ইং ১৫-৬-৮৬ তারিখের তথ্যের ভিত্তিতে বিগত ১৭-৬-৮৫ তারিখ দরখাস্তকারিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং তাহাকে দেশের বাড়ীর ঠিকানায় রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ইং ২২-৬-৮৬ তারিখ স্মারক নং ১০১২ মাধ্যমে চার্জশীট দেওয়া হয়। দরখাস্তকারী কর্তৃক উক্ত চার্জশীটের জবাব ইং ২২-৭-৮৬ তারিখে প্রদান করা হয়। জবাবে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে দরখাস্তকারী প্রথম পক্ষ ইং ৩-৬-৮৬ তারিখ হইতে ইং ১৯-১১-৮৬ তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭০ দিন কাজে অনুপস্থিত ছিলেন এবং যাহা করপোরেশনের চাকুরী শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং দুশ্চরিত্রের পরিচায়ক। তৎকারণে ইং ৪-৫-৮৭ তারিখে ইং ৪-৫-৮৭ তারিখ বাঅজপক/বক-১০৪০ (ডি)/৮৬-৮৭/আই-৭৯৭ মোতাবেক ইং ৩-৬-৮৬ তারিখ হইতে কর্পোরেশনের চাকুরী হইতে প্রথম পক্ষকে পদচ্যুত বা ডিসমিস করিয়া তাহাকে যাবতীয় বেতন বহি, চাকুরী বহি এবং পরিচয় পত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়া তাহার দেশের বাড়ীতে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে জানাইয়া দেওয়া হয় এবং যেহেতু দরখাস্তকারী কর্মস্থল হইতে ১৭০ দিন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে ইং ৩-৬-৮৬ তারিখে ডিসমিস করা হইয়াছে। কাজেই, দরখাস্তকারীর আবেদন আইনতঃ ও ন্যায়তঃ নহে এবং অত্র মামলার কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। ইহা ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের চাকুরীর প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ ইং কার্যকর করার পূর্বেই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে। সেহেতু প্রথম পক্ষের বেলায় চাকুরী প্রবিধানমালা প্রযোজ্য নহে। যেহেতু প্রথম পক্ষকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির কারণে চাকুরীচ্যুত করা হইয়াছিল এবং কোন ঘাটতিজনিত কারণে চাকুরীচ্যুত করা হয় নাই। সেহেতু প্রথম পক্ষের আবেদন বিবেচনা করা হয় নাই। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

আমরা উভয় পক্ষের প্রিডিংস দেখিলাম এবং দাখিলী কাগজপত্র নিরীক্ষণ করিলাম। কাগজ পত্র দৃষ্টে ইহা পরিষ্কারভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, প্রথম পক্ষকে ইং ৩-৬-৮৬ তারিখ হইতে তাহার চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে। আরজির বক্তব্য হইতেও দেখা যাইতেছে যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে বিভিন্ন সময় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যে প্রথম পক্ষের বরখাস্ত আদেশ তাহার দেশের বাড়ীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাও তৎবক্তব্যের সমর্থনে ইং ১০-৭-৮৬ তারিখের সীলমুক্ত পোষ্টাল রশিদের কপি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে।

অপর দিকে ইং ১৫-৬-৮৬ তারিখের তথ্যের ভিত্তিতে ইং ১৭-৬-৮৬ তারিখে প্রথম পক্ষকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হয় এবং ২২-৬-৮৬ তারিখের বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি/এফপি-৭৪৭৬৮/বি এসজি/৮৬/১০১২ নং স্মারকমূলে তাহার অনুপস্থিতির জন্য চার্জ গঠন করা হইয়াছে দেখা যায়। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ২২-৭-৮৬ তারিখ তাহার অনুপস্থিতির বিষয়ে জবাব দাখিল করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের জবাবের বক্তব্য মোতাবেক ইং ২-৬-৮৬ তারিখ হইতে তাহার শরীরে অসুখ দেখা দেওয়ায় চলাফেরা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে বিধায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়া দেশে চলিয়া যায় এবং তাহার অসুখের ব্যাপারটা খুলনার জি, এম, ও সাহেবকে বলা আছে মর্মে উল্লেখ করা হইলেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে যে ছুটি গ্রহণ করিয়াছিল বা ছুটির দরখাস্ত দিয়াছিল এই সকল বিষয়ে কিছুই প্রথম পক্ষ কর্তৃক জবাবে উল্লেখ নাই। ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রথম পক্ষ ইং ৩-৬-৮৬ তারিখ হইতে কর্মে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ক তদন্তে অংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার লিখিত জবাব মোতাবেক তিনি যে ছুটি নেন নাই তাহাও স্থাপিত।

ইহা ব্যতিরেকে ইং ২৩-১১-৯৫ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাবে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রথম পক্ষকে ইং ৩-৬-৮৬ তারিখ হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে। উক্ত জবাবের অনুলিপি প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক ইং ২৩-১১-৯৫ তারিখে গৃহীত হইয়াছে। আমরা প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যে ডিসমিস আদেশ প্রদান করা হইয়াছে উহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। উক্ত ডিসমিস আদেশটি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রথম পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। রেজিষ্ট্রী রশিদও আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। কাজেই, এই সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে ডিসমিস, ডিসচার্জ, রিট্রেঞ্চ, টারমিনেশন কিছুই করা হয় নাই মর্মে প্রথম পক্ষ কর্তৃক আরজিতে যে বক্তব্য রাখা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে এবং উহা সত্যের বিপরীত।

এমতাবস্থায়, আমি সকল দিক বিবেচনাক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ একজন চাকুরীচ্যুত কর্মচারী। কাজেই, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর ৩৪ ধারায় এই বর্তমান মোকদ্দমাটি অচল এবং রক্ষণীয় নহে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারাও একই মত পোষণ করেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে শুনানী হইয়া রক্ষণীয় নয় বিধায় খারিজ করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৩৭/৯৪

লোকমান হোসেন,
পিতা- মমিন উল্লাহ,
স্থায়ী ঠিকানা-
গ্রাম- প্রতাবজয়শিল,
ডাকঘর-অন্যধানাঘড়,
থানা- পরীগাছা,
জোলা- রংপুর।

বর্তমান ঠিকানাঃ
বাসা নং-২১,
২/এ/২/২১ রাইনখোলা,
মিরপুর-১,
ঢাকা-১২১৬—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মহাব্যবস্থাপক,
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
প্রধান কার্যালয় ভবন,
১৫ তলা,
১০-১১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) মহাব্যবস্থাপক
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৩/বি, দারুস সালাম রোড,
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১০।

(৩) পারসনাল ম্যানেজার,
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৩/বি, দারুস সালাম রোড,
মিরপুর, ঢাকা-১২১০—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১-৭-৯৬

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ লোকমান হোসেন মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ লোকমান হোসেনকে পি, ডব্লিউ-১ এবং দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে মীর

শওকত আলীকে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষ আপোষসূত্রে মামলাটি প্রত্যাহার করিতে চায় এবং ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহা স্বীকৃত। প্রথম পক্ষ কর্তৃক টাকা প্রাপ্তির রশিদের ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা গেল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৪১/৯৪

এমদাদুল হক,
পিতা-এনাজ উদ্দিন আহমেদ,
কার্ড নং-৬১০,

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

গ্রাম- গেরামর্দ্দন,
ডাকঘর-বদনীখালী,
থানা-বেতাগী,
জেলা-বরগুনা।

বর্তমান ঠিকানাঃ

১/সি, ৩/৬, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মহা ব্যবস্থাপক,
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
প্রধান কার্যালয় ভবন(১৫ তলা),
১০-১১ মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৩/বি, দারুস সালাম রোড,
মিরপুর-২,
ঢাকা-১২১০।

(৩) পারসনাল ম্যানেজার,
মাষ্টার কিউট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৩/বি, দারুস সালাম রোড,
মিরপুর-১,
ঢাকা-১২১০।—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১-৭-৯৬

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ এমদাদুল হক মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ, খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ এমদাদুল হককে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে এবং দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে

মীর শওকত আলীকে ডি,ডাব্লিউ হিসাবে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষ আপোষ সূত্রে মামলাটি প্রত্যাহার করিতে চায় এবং ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহা স্বীকৃত। ১ম পক্ষ কর্তৃক টাকা প্রাপ্তির রশিদের ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা গেল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

ফৌজদারী মোঃ নং ১৪/৯৫

মোঃ খুরশিদ আলম সরকার,
সাধারণ সম্পাদক,
কামাল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড করিম লেন ওয়ার্কার্স,
ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-১২৯০, ২, বি, কে, গাঙ্গুলি লেন (কায়েতটুলী),
থানা- কোতোয়ালী, ঢাকা-১০০০—বাদী।

বনাম

(১) আনোয়ার কবির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
কামাল ইন্ডাষ্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ,
২নং, বি, কে, গাংগুলী লেন (কায়েতটুলী),
ঢাকা-১০০০।
বাসা রোড নং-১৮, বাড়ী নং-১৯,
গুলশান-১, ঢাকা।

(২) হাজী আলী আকবর, পিতা- হাজী আব্দুর রহমান,
ব্যবস্থাপক, কামাল ইন্ডাষ্ট্রিজ (প্রোঃ)লিঃ,
২নং বি, কে, গাঙ্গুলী লেন(কায়েতটুলী),
থানা- কোতয়ালী, ঢাকা-১০০০—বিবাদী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৮, তারিখ- ১৩-৭-৯৬

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ হাজিরা দিয়াছে। বাদীর ২০-৫-৯৬ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ, খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ হওয়ায় প্রত্যাহারের প্রার্থনা দাখিল করা হয়। প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা হইল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, বাদীকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল এবং আসামীগণকে অব্যাহতি দেওয়া গেল। তাহারা জামিননামা হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

অভিযোগ মোঃ ন ং ৩/৯৪

এ, কে, এম মোজাম্মেল হোসেন
পিতা-মৃত সুলতান আহম্মদ,
গ্রাম আটিপাড়া,
ডাকঘর- খেলসী,
থানা পালং জিলা-শরিয়তপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট,
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ,
৭১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
মতিঝিল, ঢাকা।

(২) এ্যাসিষ্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট,
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ,
ইসলামপুর শাখা, ঢাকা।

(৩) এ্যাসিষ্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট,
ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ লিঃ,
প্রধান কার্যালয়, (পার্সোনাল অফিস),
৭১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি
আদেশ নং ২৯, তারিখ-৪-৭-৯৬

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আব্দুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ- আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। নথি পর্যালোচনা করা হইল। গত ২৯-২-৯৬, ১৭-৪-৯৬, ২৭-৪-৯৬ ও ৩০-৫-৯৬ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন এবং ২৭-৪-৯৬ ও ৩০-৫-৯৬ ইং তারিখে কেন মোকদ্দমা খারিজ করা হইবে না তৎমর্মে তাহাকে কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কার্য তালিকাতে (Cause list) উহা উল্লেখ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। নথি দৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রথম পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিতে আগ্রহী বিধায় ক্রমাগত অনুপস্থিত রহিয়াছে। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত হেতুতে দ্বিতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE CHAIRMAN, SECOND LABOUR COURT
4, RAJUK AVENUE, SRAM BHAVAN
6TH FLOOR, DHAKA.

Cr. Case NO. 15 of 1994

Meshbauddin Ahmed,
C/o. Md. Anwar Uddin,
Vill. Guthuri, P.S. Baliadi
Dist. Gazipur.—**Complainant.**

Versus

(1) Mr. Laxmi Narayan Shill,
Chief Engineer (Irrigation),
BADC, 49-51 Dilkhusha C/A,
P.S. Motijheel,
Dhaka.

(2) Mr. Atiquar Rahman,
Addl. Chief Engineer (Irrigation),
BADC, Dhaka Div. 22, Manik Mia Avenue,
Sher-e-bangla Nagar,
P.S. Mohammadpur, Dhaka.

(3) Mr. Kazi Mohiuddin,
Executive Engineer (Irrigation),
BADC, Dhaka Region,
22, Manik Mia Avenue,
P.S. Mohammadpur,
Sher-e-bangla Nagar, Dhaka.

(4) Mr. T. I. Wahid, Manager (Admn.), Irrigation.
BADC, 49-51, Dilkhusha C/A,
P.S. Motijheel, Dhaka.

(5) Mr. M.A. Wadud, Financial Adviser,
P.S. Motijheel,
Dhaka.—Opposite parties

JUDGMENT

Order No. 20, Dated, 11-7-96

Complainant Meshbauddin Ahmed and his advocate are found absent on call. Accd. No. 3 Kazi Mohiuddin is present. Ld. Advocate for other accd. persons files hajira. Court is constituted with Mr. Kazi Khorshed Ali, Member for the Employer and Mr. S.A. Khaleque for the Employee. The case is taken up for hearing in the matter of framing charge.

Ld. Advocate for the accds. at this stage submits that there is no ground for framing charge and the accds. are liable to be discharged. In that context the Ld. Advocate referred the petition filed earlier quoting section 241 (A) Cr. p.c on 22-9-94. I have found the petition of compl aint as well as the contents of the petition bearing reference of section 241 (A) Cr. p. c.

As per allegation in the petition of complaint it has been alleged that for non compliance of the courts order dated 17-10-93 passed in complaint case no 105/90 (i.e for not paying the termination benefit to the complainant within the directed of 45 days) this Cr. case no. 15/94 under section 26 of the Employment of Labour (S.O)) Act, 1965 has been lodged at the instance of the complainant.

To the contrary, Ld. Advocate for the accd. in this context referring the petition bearing section 241 (A) Cr. p.c submits that termination benefit and all other dues have been paid to the complainant and he has submitted some papers. As per ourselves we have heard the Ld. Advocate for the accd. and seen the papers filed.

It, thus leads us to opine that the complaniant has no materials. Warranting to frame charge against the accd. persons. Besides, the complainant and appointed Advocate are absent. Members are consulted. Hence, it is

ORDERED

that the accds. (1) Laxmi Narayan Shill. (2) Atiquar Rahman. (3) Kazi Mohiuddin, (4) T. I. Wahid & (5) M. A. Wadud be discharged and they be also released from their respective bail bonds forthwith.

Md. Abdur Razzaque
Chairman,
Second Labour Court,
Dhaka.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE CHAIRMAN, SECOND LABOUR COURT
4, RAJUK AVENUE, SRAM BHAVAN
6TH FLOOR, DHAKA.

Cr. Case No. 19 of 1994

Monir,
Card No 91,
60/3, Doualpur,
Dhaka, 1204.—**Complainant.**

Versus

(1) Janab Mahbubur Rahman,
Managing Director,
Sebaird Appareles Ltd.
16(110/4) Wotish Depongker Road,
P.S. Sabujbagh,
Middle Basabo, Dhaka.

(2) Janab Khokan,
Production Manager
Sebaird Appareles Ltd.
16 (110/4) Wotish Depongker Road,
P.S. Subujbagh,
Middle Basabo, Dhaka.

—Accued persons.

COPY OF THE ORDERED

Order No. 10, Dated 20-7-96

Complainant is present. Accd. no.(1) Mahbubur Rahman, (2) Khokan are absent. Ld. Advocate for the aecds. files a petition for time on the ground stated therein. Heard. Prayer is rejected. Ld. Advocate is to become ready for hearing regarding framing for charge and the petition filed under section 241 (A) Cr.p.c at the instance of the accds. It is now 11-15 a.m.

After passing the above order Ld. Advocate for the accds. filed hajira. Accds. on bail are absent. Hearing regarding framing of charge and the petition filed under section 241 (A) Cr. P. C are being taken up for hearing in absence of the accds accroding to the provisions of section 339 (B) (2) Cr. P. C. Heard both sides. Persued the complaint petition filed under section 20 read with section 15 (2) of the Payment of Wages Act.

1936 at the instance of the complainant Monir against the accds. in Cr. case no. 19 of 1995 and also the copy of the petition filed by the same complainant Monir in I. R. O. case no 38 of 1995 filed under section 34 of the Industrial Relation Ordinance 1969 praying to pass an order for resumption of his duties in his previous post alongwith back wages, allowances, incidental benefits and cost of the suit etc. and also persued the copy of the written statement filed by the accds. opposit parties Mahbubur Rahman and Shahid uddin Munshi in I. R. O. case no. 38 of 1995.

As per the versions in the petition of Cr. case no 19 of 95 the complainant Monir claimed overtime allowances for 3 months on 23-4-94 before the Production Manager but of no use. He then preferred grievance petition on 16-5-94 but till now no response made by the accds. no. (1) Mahbubur Rahman. As the accd. failed to pay the wages for 23 days for the month of April 1994 amounting to Tk. 2,500/=, overtime allowances for the month of January, February & March 1994 amounting to Tk. 2,500/= and wages for 120 days for not allowing his duties amounting to Tk. 6,800/= in all Tk. 10,800/= to the complainant. so the accusds committed offence under section 20 read with section 15(2) of payment of Wages Act, 1936. As against the above claim Ld. Advocate for the accuseds has preferred an application under section 241(A) Cr. P. C and submits that the complainant Monir has filed another case under section 15(2) of Payment of Wages Act, 1936 being P. W. case no. 294/94 beore the 3rd Labour Court, Dhaka claiming Tk. 10,800/= Ld. Advocate of both the parties submit that the case is at part heard stage. We have been the copy of complaint petition and written statement filed in P. W. case no. 294/94 of the 3rd labour Court, Dhaka. Upon perusal of all the papers filed in firisti before this Court I am lead to say as there is a bonafide dispute with regard to the claim of the complainant calling for the adjudication and determination and as such to my view there arises no sufficicant grounds for proceeding against the accuseds in this criminal Case when these accuseds are facing on I. R. O. case no. 38 of 1995 before this court and another P. W. case no. 204/94 in the 3rd Labour Court, Dhaka in which the claim of this case is also an issue in those cases.

In the circumstances, it is

ORDERED

that the accused no. (1) Mahbubur Rahman, (2) Khokan on bail be discharged in absentia from the accusation brought against them under section 20 read with section 15(2) of the Payment of Wages Act, 1936 in pursuance of section 241 (A) Cr. P.C and they are also be released from their respective bail bonds forthwith.

Abdur Razzaque
Chairman,
Second Labour Court
Dhaka.

আই, আর, ও মামলা নং-১৮৮/৯৫

মোঃ লোকমান হোসেন,
পি,তা- মমিন উল্লাহ,
স্থায়ী ঠিকানা ঃ
গ্রাম- প্রতাপজয় শিল,
ডাকঘর- অন্যধানগড়,
থানা- পীরগাছা,
জেলা- রংপুর।

বর্তমান ঠিকানাঃ
বাসা নং-২১,
২/এ/২/২১ রাইনখোলা,
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মাষ্টার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ,
প্রতিনিধিত্বে-ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) পারসোনাল ম্যানেজার,
মাষ্টার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ।

উভয়ের ঠিকানা ঃ—
প্রযত্নে- মাষ্টার কিউট লিঃ,
৩/বি দারুস সালাম রোড,
মিরপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশ নং ১২, তারিখ ১১-৭-৯৬

প্রথম পক্ষ মোঃ লোকমান হোসেন অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার ও নথি অদ্য উপস্থাপন করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ উপস্থিত। প্রার্থনা বিবেচনান্তে নথি উপস্থাপন করা হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ, খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ মোঃ লোকমান হোসেনকে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে ও দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে মীর শওকত আলীকে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষ আপোষসূত্রে মামলাটি প্রত্যাহার করিতে চায় এবং ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহা স্বীকৃত। প্রথম পক্ষ কর্তৃক টাকা প্রাপ্তির রশিদের ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা গেল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৮৯/৯৫

এমদাদুল হক,
পিত- এনাজ উদ্দিন আহমেদ,
কার্ড নং- ৬১১,
স্থায়ী ঠিকানাঃ—
গ্রাম- সেরামর্দ্দন,
ডাকঘর- বদনীখালী,
থানা- বেতাগী,
জেলা- বরগুনা—প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) মাষ্টার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

(২) পারসোনাল ম্যানেজার,
মাষ্টার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,

উভয়ের ঠিকানাঃ—
প্রযত্নে- মাষ্টার কিউট লিঃ
৩/বি দারুস সালাম রোড,
মিরপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ

আদেশ নং ১২, তারিখ ১১-৭-৯৬

প্রথম পক্ষ এমদাদুল হক অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার ও নথি অদ্য উপস্থাপন করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ উপস্থিত। প্রার্থনা বিবেচনান্তে নথি উপস্থাপন করা হইল। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ এমদাদুল হককে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে এবং দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে মীর শওকত আলীকে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে জবান বন্দি গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষ আপোষসূত্রে মামলাটি প্রত্যাহার করিতে চায় এবং ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহা স্বীকৃত। প্রথম পক্ষ কর্তৃক টাকা প্রাপ্তির রশিদের ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা গেল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া গেল। অত্র আদেশের ৩ (তিন)টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৫০/৯৫

হোসনে আরা,
কার্ড নং- ২৪২,
স্বামী- খোকন খান,
ঠিকানাঃ—
৩৯/বি, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ,
৭/এ শান্তিবাগ,
(আউটার সার্কুলার রোড),
রাজার বাগ,
থানা- মতিঝিল, ঢাকা।

(২) পারসোনাল ম্যানেজার,
কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ,
৭/এ, শান্তিবাগ,
(আউটার সার্কুলার রোড)
রাজার বাগ,
থানা- মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশ নং ৮, তারিখ ১৩-৭-৯৬

প্রথম পক্ষ হোসনে আরা অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার ও নথি উপস্থাপন করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। প্রার্থনা বিবেচনান্তে নথি উপস্থাপন করা হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ, খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ হোসনে আরাকে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে এবং দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে মোঃ আতিক উল্লাহকে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে জবান বন্দি গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষ আপোষসূত্রে মামলাটি প্রত্যাহার করিতে চায় এবং ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহা স্বীকৃত। প্রথম পক্ষ কর্তৃক টাকা প্রাপ্তির রশিদের ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা গেল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া গেল। অত্র আদেশের ৩ (তিন)টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৪০/৯৫

ফিরোজা, কার্ড নং-৫৫২,
স্বামী- নুরু মিয়া,

ঠিকানাঃ ৪১৪, ওহাব কলোনী,
বাসাবো, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সুপ্রীম এ্যাপারেলস প্রাঃ লিঃ,
৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা।

(২) জনাব আজিজ, লাইন চীফ,
সুপ্রীম এ্যাপারেন্স প্রাঃ লিঃ,
৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ

আদেশ নং ১১, তারিখ ২৪-৭-৯৬

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দায়েরী ৬-৬-৯৬ইং তারিখের মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আবদুল কুদ্দুসের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ আদালতের বাহিরে মামলাটি নিস্পত্তি করায় উহা প্রত্যাহারের প্রার্থনা পেশ করা হইয়াছে। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক মামলাটি না পরিচালনার হেতুতে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৩৫/৯৫

ফিরোজা, কার্ড নং-৫৫২,
স্বামী নুরু মিয়া,
ঠিকানাঃ ৪১৪, ওহাব কলোনী,
বাসাবো, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সুপ্রীম এ্যাপারেলস প্রাঃ লিঃ,
৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা।

(২) জনাব আজিজ,
লাইন চীফ,
সুপ্রীম এ্যাপারেলস প্রাঃ লিঃ,
৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশ নং ১১, তারিখ ২৪-৭-৯৬

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের দায়েরী ৬-৬-৯৬ইং তারিখের মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আবদুল কুদ্দুসের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ আদালতের বাহিরে মামলাটি নিস্পত্তি করায় উহা প্রত্যাহারের প্রার্থনা পেশ করা হইয়াছে। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল।

সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক মামলাটি না পরিচালনা হেতুতে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩(তিন)টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ১৮/৯৬

মোঃ ইয়াকুব আলী,
প্রাক্তন প্রোডাকশন ম্যানেজার,
হা-মীম (প্রাঃ) লিঃ,
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানাঃ-
প্রযত্নে- মোঃ ইব্রাহিম হাওলাদার,
গ্রাম ডাগরকাটি,
পোঃ ডাগরকাটি,
থানা বাকের গঞ্জ,
জেলা বরিশাল—অভিযোগকারী।

বনাম

জনাব মোঃ আবদুস ছোবহান (মারুফ),
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
হা-মীম (প্রাঃ) লিঃ,
৫৬/৩, দক্ষিণ মুগদাপাড়া,
থানা- সবুজবাগ,
ঢাকা-১২১৪—দ্বিতীয় পক্ষ ।

আদেশ নং ৫, তারিখ ২৭-৭-৯৬ ইং

মামলাটি চার্জ গঠন ও আসামী কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারার বিধানে সহায়তায় দাখিলী দরখাস্ত ও তৎসম বাদী কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি ও আসামী পক্ষের দরখাস্ত ও দাখিলী কাগজাদি দেখিলাম। উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করা হইল। নালিশী দরখাস্ত মোতাবেক বাদীকে আসামী ১৫-৩-৯৬ইং তারিখে কোন পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তাহার ১৭,০০০/= টাকা মাসিক বেতনের চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। ফলতঃ নোটিশের পরিবর্তে নোটিশ পে হিসাবে ৪(চার) মাসের মূল বেতন এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ এক মাসের সমপরিমাণ টাকা আসামীর নিকট সর্বমোট ৮৫,০০০০/= টাকা মজুরী পরিশোধ আইন মোতাবেক তাহাকে প্রদান না করিয়া টারমিনেট করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে বাদী বিভিন্ন মাসের বেতন বাবদ মোট ১,১৯,০০০/ টাকা আসামীর নিকট প্রাপ্য হন এবং ফ্রাইডে এলাউন্স বাবদ ৭৫০/= টাকাসহ এইভাবে সর্বমোট ২,০৪,৭৫০/= টাকা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে আসামী তাহাকে ৭৫,০০০/= টাকা পরিশোধ করিয়াছে এবং সে আসামীর নিকট ১,২৯,৭৫০/= টাকা পাওনা রহিয়াছে। উক্ত পাওনা টাকা পরিশোধ না করিয়া টারমিনেট করায় আসামী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারা লংঘন করিয়া উক্ত আইনের ২০ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে।

অপর দিকে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য এই যে, বাদী আসামী প্রতিষ্ঠানে প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসাবে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত ছিল এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান, তদারকিসহ ম্যানেজিরিয়েল এবং এডমিনিষ্ট্রেটিভ সকল ক্ষমতা ভোগ করিতেন। তাহার মূল বেতন ছিল ১০,০০০/= টাকা। যেহেতু অভিযোগকারী একজন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন, কাজেই ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কারণ অভিযোগকারী বা বাদী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ বা অন্য সকল আইনের বিধান মতে শ্রমিকের পর্যায় পড়ে না।

দ্বিতীয়তঃ বাদী আসামীর নিকট যে পাওনা দেখাইয়াছেন তাহা ডিসপুটেড হওয়ায় উহা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ যোগ্য। বাদীর কত টাকা পাওনা তাহা নির্ধারণের জন্য এই আদালতে পি. ডব্লিউ-কেস নং-১১/৯৬ দায়ের করা হইয়াছে বিধায় আসামীর বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা অচল এবং আসামী ডিসচার্জ হইবার যোগ্য।

আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদী একই দাবী অর্থাৎ একই অর্থ ১,১৯,৭৫০/= টাকা দাবী করিয়া ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৩) ধারা মোতাবেক আরও ২৫% দাবী করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে ঐ একই আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং ১১/৯৬ দায়ের করা হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমায় আসামী পক্ষ কর্তৃক দায়েরী জবাবের মর্ম মোতাবেক যদিও বাদীকে প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু অস্থায়ী ভিত্তিতে তাহাকে ১০,০০০/= টাকা বেতনে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কাজেই বাদী যে একজন শ্রমিক ছিল তাহাও অস্বীকার করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ তার অদক্ষতার কারণে আসামী প্রায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহার সকল পাওনা প্রদান পূর্বক ইং ১৫-৩-৯৬ তারিখের পত্র মূলে তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়।

উপরে বর্ণিত কাগজ পত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাদীর দাবী ডিসপিউটেড এবং তাহা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ যোগ্য।

এমতাবস্থায়, ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১(২) ধারার আওতায় পক্ষগণের মধ্যে বোনাফাইডি ডিসপিউট রহিয়াছে বিধায় আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা পরিচালনা করা ন্যায়তঃ ও যুক্তিসংগত নহে। কাজেই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মত কোন উপাদান না থাকায় আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা গেল না।

সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় আসামীকে ডিসচার্জ করা হইল এবং তাহাকে জামিন নামা হইতে মুক্তি দেওয়া হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE CHAIRMAN, SECOND LABOUR COURT,
4, RAJUK AVENUE, SRAM BHAVAN
6TH FLOOR, DHAKA.

Payment of Wages Case No. 6 of 1996.

Md. Harun-ar-Rashid
13/5-B, K.M. Das Lane,
Dhaka. — **Petitioner.**

versus

(1). Chairman,
Bangladesh Handicraft Marketing Co. Ltd.

(2). Dy. General Manager,
Bangladesh Handicraft Marketing Co. Ltd.
of 137-38, Motijheel C. A
BSCIC Bhaban (8th floor),
Dhaka-1000. —**Opposite parties.**

Present : Md. Abdur Razzaque
Chairman,
Second Labour Court & Authority under
Payment of Wages Act, Dhaka.

Dated. 21.07.1996

JUDG MENT

This is an application under section 15(2) of the Payment of Wages Act, 1936.

The case, in brief, of petitioner Harun-ar-Rashid is that he was serving as peon with effect from 5.7.74 under the opposite parties till he was retrenched from his services with effect from 16.1.96. On 30.1.96 the opposite parties issued a memo. communicating him that an amount of Tk. 92,453.10 (Ninety two thousand four hundred fifty three & paisa ten) only was due to him as retrenchement benefits. But the leave salary was included in it as admissible under companys rules. On 31.1.96 the petitioner applied to the opposite party no. 2 for payment of retrenchement benefits claiming in total Tk. 93,418.10 which comprised intrenchment benefits as mentioned in the memo. dated 30.1.96 to Tk. 92,453.10 and leave salary 28 days last pay draw 965.00 and for non payment of the above claim the petitioner has been constrained to file the instant case praying to direct the opposite parties to pay the petitioner the retrenchment benefits of Tk. 93,418.10 in total as shown above alongwith the cost of suit and compensation if any.

The opposite parties contested the case by filing a written statement denying the material allegations of the petitioner and contending, *inter alia*, that due to financial stringency the petitioner has been retrenched from his service allowing retrenchment benefits as communicated to him and since the opposite parties admits the claim of the petitioner, the letter has no cause of action to file this application and that the opposite party has not fund/money to pay the claim of the petitioner a board of the opposite parties company decided to file application before the Honourable High Court Division for its (company's) liquidation. The application of the petitioner under the circumstances is liable to be rejected.

POINT FOR DETERMINATION

(1) Whether the application of the petitioner is sustainable in law ?

FINDINGS AND DECISION

Admittedly, the petitioner was peon under the opposite party with effect from 5.7.74 till he was retrenched from his service's with effect from 16.1.96. *Vide* ext. 1 which is the retrencement letter bearing memo. no. BHMC/PF-20/1392 dated 10.1.96. According to this ext. 1 the petitioner has been allowed notice pay, compensation or gratuity, provident fund, retrenchment benefits as per rule with a direction upon the petitioner to receive the clearance certificate from the account division of his claim. Ext. 2 is the clearance certificate indicating the entilement of the petitioner upon the opposite party amounting to taka 92,453.10. The ext. 1 & 2 do not disclose the entitlement of petitioner's leave salary. According to the statement in examination in-chief of the petitioner despo sing as P.W. 1 he drew the last pay at taka 965.00. This statement of the P.W. 1 was not repudiated by the oppsite party in a cross-examination. Therefore, the petitioner's claim of leave salary for the period of 28 days on the basis of his last pay drawn for not being included in the retrenchement benefits we are inclined to say that the petitioner is entitled to set up this claim according to law.

In this context it need to be mention there further that so along the company of the opposite is in existance and not lequidated as per law and so long the claim of the petitioner is not satisfied by the opposite parties. The petitioners can assert his claim as per law. In that view of the matter, I am to say that the case of the petitioner is sustainable in law.

In the result, it is hereby

ORDERED

that the case be allowed on contest, however, with any order as to costs.

The oppsite parties are directed to pay an amount of Tk. 93,418.10(Ninty three thousand four hundred eighty and paisa ten) only to the petitioner within 30 (Thirty) days from this day, failing which, the petitioner do realise the same in due process of law.

Md. Abdur Razzaque
Chairman
Second Labour Court, Dhaka.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন(৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং-১১/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
মুন্সীখোলা ষ্ট্যান্ড লোড আনলোড কর্মজীবী শ্রমিক
ইউনিয়ন(রেজিঃ নং-ঢাকা-৩০৮৮),
মুন্সীখোলা ট্রাক ষ্ট্যান্ড, পোস্তগোলা, ঢাকা— দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশ নং-৬, তারিখ ২৩-৬-৯৬।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস,এ খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ জিয়াউল হকের জবানবন্দী গৃহিত হইল। পি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক দাখিলকৃত দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দায়েরী অভিযোগ, প্রদর্শনী-১ এবং তৎপ্রেক্ষিতে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে সহকারী পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত সম্পর্কিত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-২ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর, প্রদর্শনী-২(১) হিসাবে চিহ্নিত হইল। অতঃপর বাদী পক্ষের সাক্ষ্য সমাপ্ত ঘোষণা করা হইল এবং বাদী পক্ষের নিয়োজিত প্রতিনিধি পি, ডব্লিউ-১ কে শ্রবণ করা হইল।

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার ট্রেড অব ইউনিয়ন, ঢাকা বিভাগ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের স্থানীয় কার্যালয়ের অস্তিত্ব না থাকা, কার্যকরী কমিটির নির্বাচন না হওয়া, সদস্য তালিকা না থাকা, ১৯৯১—৯৪ সন পর্যন্ত দাখিলী রিটার্ণে প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক না থাকা বা এইরূপ রিটার্ণ প্রতি বৎসর দাখিল না হওয়ার অভিযোগে ২য় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির আবেদন অত্র আই, আর, ও, ১১/৯৬ নম্বর মামলাটি আনয়ন করা হইয়াছে।

বিবেচ্য বিষয়

প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

আমরা দরখাস্তের বক্তব্য দেখিলাম। তৎসমর্থনে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ, প্রদর্শনী-১ এবং তৎপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত সরেজমিনে তদন্তের প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-২ এর বক্তব্য দেখিলাম। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, (ক) দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নের কোন কার্যালয় নাই, (খ) রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর উহাতে কার্যকরী কমিটির কোন নির্বাচন হয় নাই, (গ) সদস্যগণের কোন তালিকা বা রেকর্ড পত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না এবং (ঘ) ১৯৯১—৯৪ পর্যন্ত দাখিলকৃত রিটার্ণে প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক নহে এবং উক্তরূপ কোন রিটার্ণ আইনানুগভাবে প্রতি বৎসর দাখিল করা হয় নাই।

উপরে বর্ণিত কাগজাদির ভিত্তিতে এক্ষণে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের জন্য যথেষ্ট কারণের উদ্ভব হইয়াছে এবং তৎহেতুতে উহা বাতিলযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং, এইরূপ

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল।

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক মুন্সীখোলা ষ্ট্যান্ড লোড আনলোড কর্মজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা-৩০৮৮ বাতিল করার নিমিত্তে প্রথম পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা হইল এবং আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করারও নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্রাদেশের একটি অনুলিপি অবিলম্বে প্রথম পক্ষকে এবং অপর ৩(তিন) টি অনুলিপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২১/৯৬

হোসনে আরা,
কার্ড নং-২৪২
স্বামী-খোকন খাঁন,
ঠিকানা ঃ
৩৯/বি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
ঢাকা —বাদী।

বনাম

সৈয়দ এন শফিউল্লাহ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ,
৭/এ, শান্তিবাগ,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা —আসামী।

আদেশ নং-৩, তারিখ-১৩-৭-৯৬

বাদীনি হোসনে আরা অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার ও নথি উপস্থাপন করার জন্য দরখাস্ত দিয়েছে। প্রার্থনা বিবেচনান্তে নথি উপস্থাপন করা হইল। বাদীনি হোসনে আরাকে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে ও আসামীর পক্ষে মোঃ আতিক উল্লাহকে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। বাদীনি আপোষসূত্রে মামলাটি প্রত্যাহার করিতে চায় এবং ডি,ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহা স্বীকৃত। বাদীনি কর্তৃক টাকা প্রাপ্তির রশিদের ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা গেল। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, বাদীনিকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল এবং আসামীকে অব্যাহতি দেওয়া গেল। অত্র আদেশের ৩(তিন) টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।